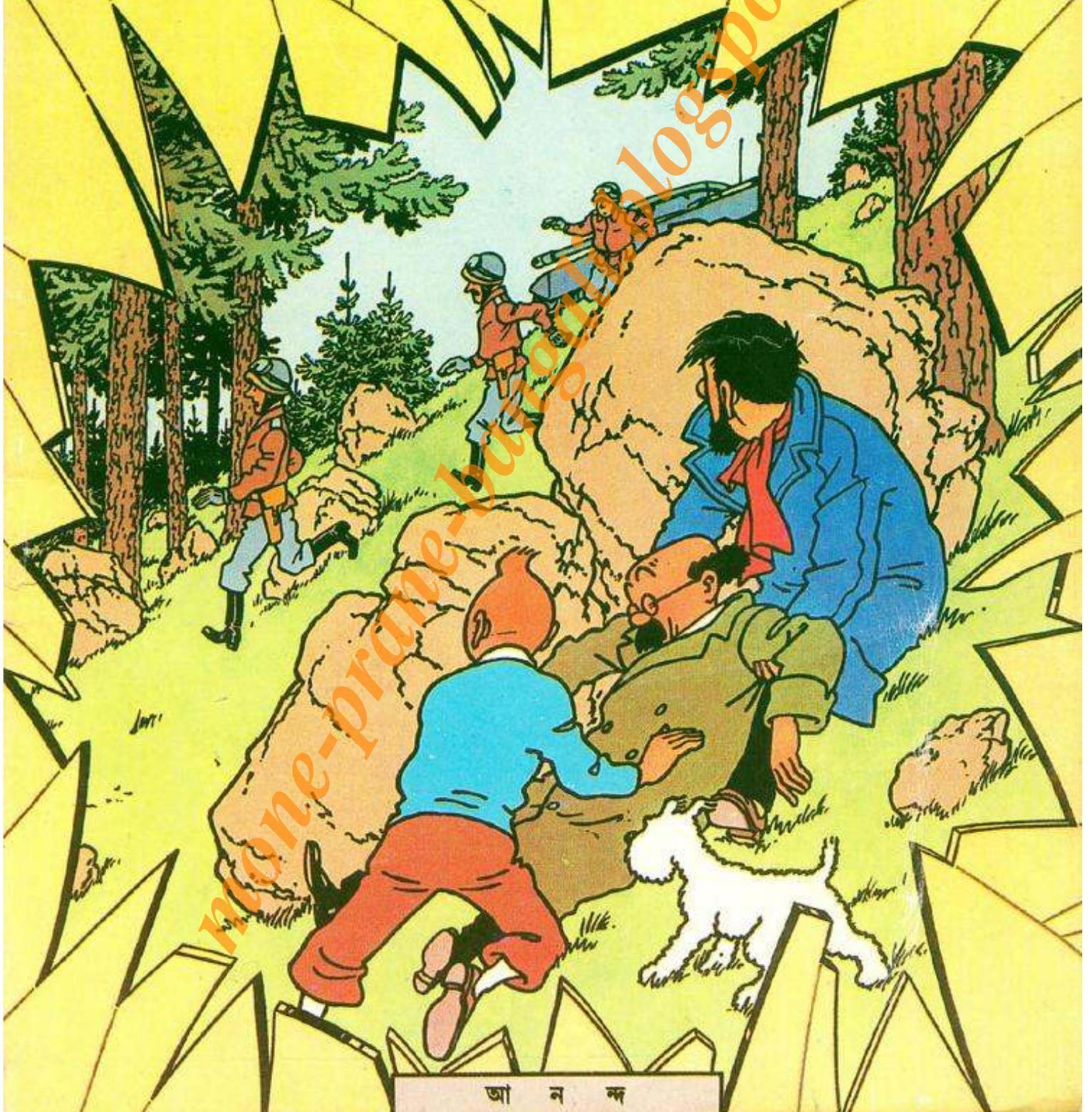


হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন

কালফুলারের কান্ড



হাজ

দুঃসাহসী টিনটিন

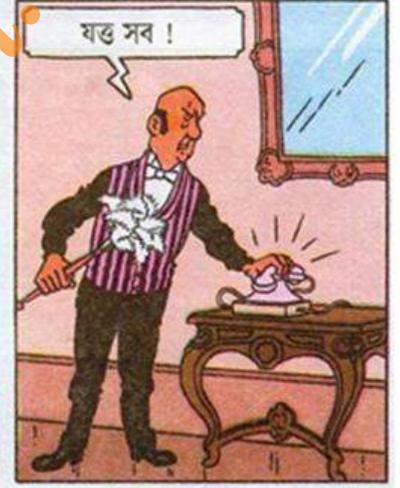
ইন্ডিয়ান প্রের কাণ্ড

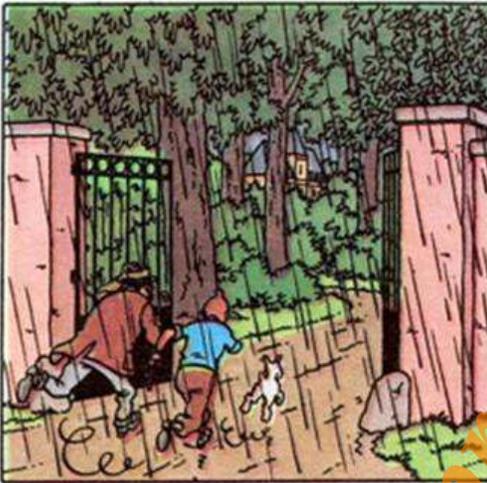
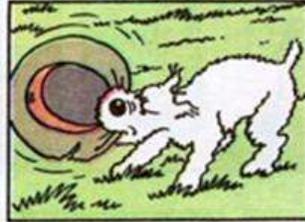
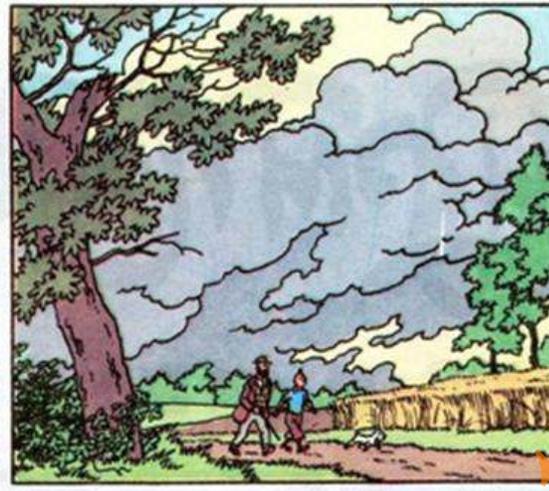


more-prave-ban-
spot.com

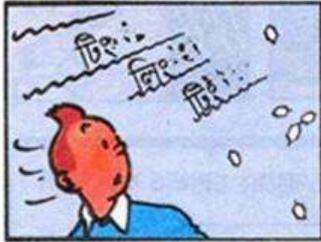
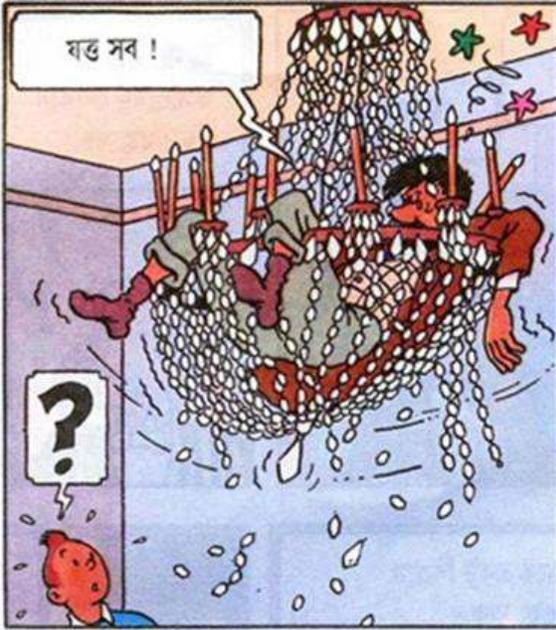
ক্যাপ্টেন হ্যাডকের কান্ডি

টিনটিন হার্জে প্রথমাংশ















বাইরে থেকে এল !



কে যেন আসছে ।
প্রোফেসর ক্যালকুলাস ।



শব্দ শুনেছ ?
বৃষ্টি ? সে তো
থেমে গেছে !



প্রোফেসর, আপনার
টুপিটা দিন তো ।



গুলির ছাঁদা !

ছাঁদা কীসের ?



পোকায় কেটেছে হয়তো, কিন্তু
তাই বলে এত বড় ছাঁদা ?



বাইরেটা একবার দেখে আসি ।

দাঁড়াও, একটা টর্চ
নিয়ে যাচ্ছি ।



ক্যালকুলাস তো এই পথেই এসেছে !



কুটুস কোনও গন্ধ পোয়বেই ।
ওর পিছু-পিছু চলো ।



আরে, এ কী !

ভৌ !



লোকটা মরে গেছে নাকি ?

না, বেঁচে
আছে



পুলিশে খবর
দেওয়া দরকার ।

আমিই দিচ্ছি ।



কী ঝামেলা রে বাবা !



সর্বনাশ হয়েছে সার !

আবার কী হল ?



মস্ত ঝাড়লগুনটাও ভেঙে গেছে !

পরে শুনব ।



থানা ?... কী বললেন ?
...কসাইয়ের
দোকান ?... না
না, রং নাম্বার !



নম্বর ভুল হয়নি !



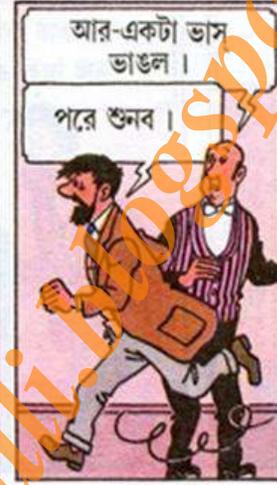
না না, এটা
কসাইখানা নয় !
ধেত্তেরি !



দড়াম



থানা থেকে বলছি...
কী, গুলি চলেছে ?
এফুনি আসছি
ক্যাপ্টেন ।



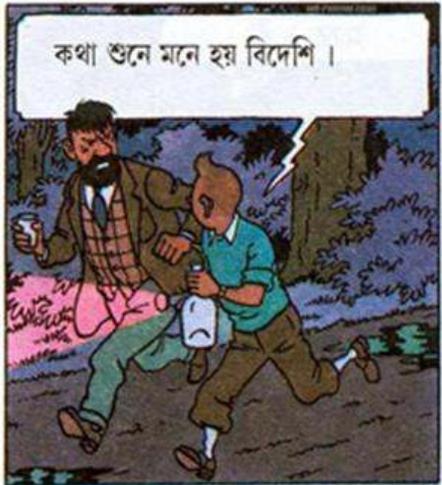
আর-একটা ভাস
ভাঙল ।

পরে শুনব ।



এসেছ ?

লোকটা জল
খেতে চাইছে ।



কথা শুনে মনে হয় বিদেশি ।



এখানেই তো ছিল



আরে, লোকটা গেল কোথায় !



এটাই সেই জায়গা তো ?

নিশ্চয় । ঘাস
দেখলেই বুঝবে ।



ভৌ ভৌ



ভৌভৌ



আরে



বেরোও ! নয়তো গুলি করব !



আমাকে মেরো না বাবারা !
আমি নিরীহ মানুষ !



সেই বিমার দালাল ! এখানে তুমি কী করছিলে ?

আমি ! লুকিয়ে ছিলাম !



আমাকে তাক করে গুলি করেছিল।
তাই নিজেকে বললাম, "ওহে জয়লন,
বাঁচতে হলে লুকোও !"



গাড়ির শব্দ ! নিশ্চয় পুলিশ !



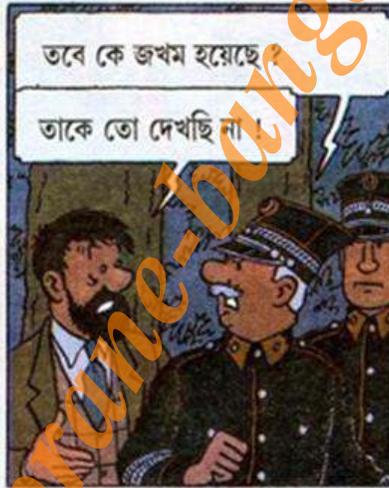
আপনারাই ফোন করেছিলেন ? ডাক্তার আর
অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছি। কাকে গুলি করা হয়েছে ?



এই তো, আমাকে !

আপনিই জখম হয়েছেন ?

আমি ?
না তো



তবে কে জখম হয়েছে ?

তাকে তো দেখছি না !



আপনি
তা হলে
কে ?

আমি জয়লন। গুলি
চলতেই নিজেকে আমি
বললাম, "ওহে জয়লন—"



ওকে গুলি করা হয়নি।
একটা গুলিতে ক্যালকুলাসের
টুপি ছাঁদা হয়ে গেছে।

ক্যালকুলাসটি আবার কে ?



আমার বন্ধু ! ছাঁদার
মধ্যে টুপি নিয়ে...
মানে... টিনটিন তো
তাই বলল !

টিনটিনই বা কে ?

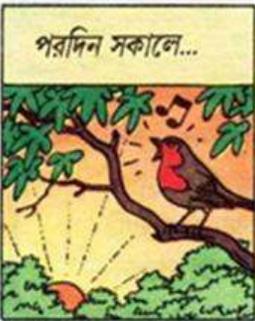


এর নাম টিনটিন।

আরে, টিনটিন
কোথায় গেল ?



খুঁজে বার কর, কুটুস !





ওরে বাবা ! ওরে বাবা !

কী হয়েছে ক্যাপ্টেন ?



ওরে বাবা ! ওরে বাবা !

আগে ভাল করে মুখ ধুয়ে নাও তো !



টেচাচ্ছিস কেন কুটুস ?



বনাত



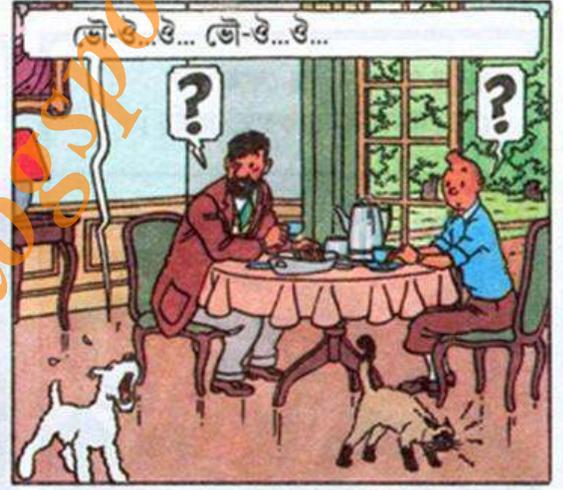
দেখলে তো ? এ-বাড়িতে ভুতের ডর হয়েছে !



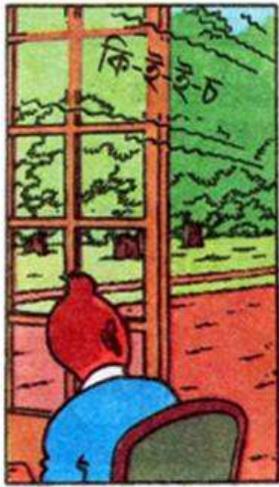
এক ঘণ্টা বাদে

এ-বাড়িতে থাকলে আমি' পাগল হয়ে যাব ।

সত্যিই অতি গোলমালে ব্যাপার !



ভৌ-ও... ভৌ-ও... ভৌ-ও...



দেখা যাক, কীসের শব্দ ।

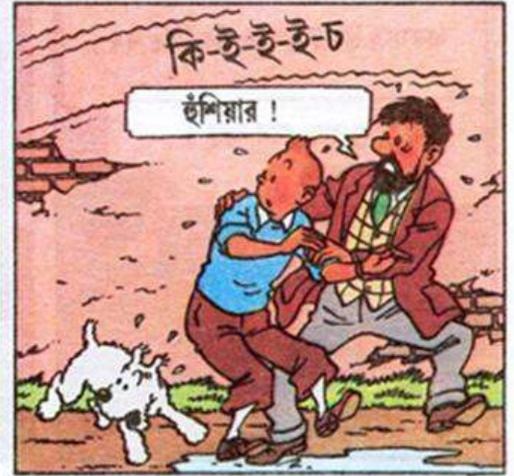


কী করে হল জানি না । এইখান দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা শব্দ হল, আর তারপরেই সব দুধের বোতল চুরমার !



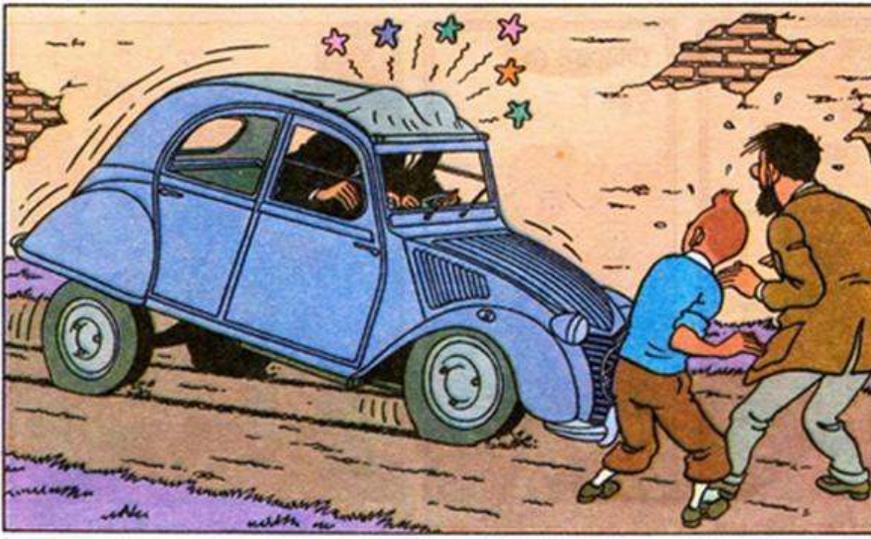
জয়লনেরও তো এমনই হয়েছিল ।

আশ্চর্য !



কি-ই-ই-ই-চ

ইশিয়ার !





যাক্বাবা, আমাদের বাড়ির
সামনে দেখছি দিবিা বাজার
বসে গেছে !



কিন্তু বাড়িটা ভুতুড়ে নয় !

তার মানে ?



মানে, আমি একবার ক্যালকুলাসের
ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাই।
চাবি আছে ?

তা আছে, কিন্তু...



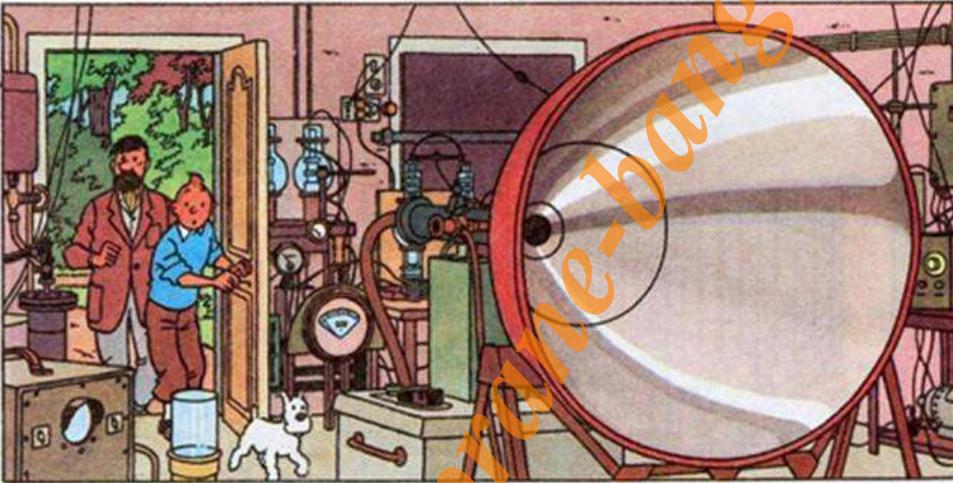
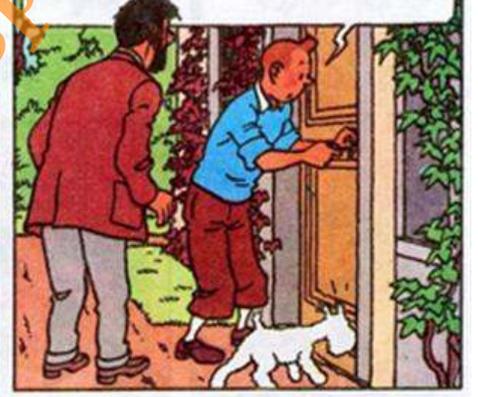
দ্যাখো ক্যাপ্টেন, ক্যালকুলাস এখান
থেকে বিদায় নেবার পরে যে আর
কাঁচ ভাঙেনি সেটা
খেয়াল করেছ ?



তুমি কি বলতে চাও,
কাঁচ ভাঙার মূলে রয়েছে
ক্যালকুলাস ?



এসো, ল্যাবরেটরিতে ঢোকা যাক।



কীসের গন্ধ ?



ক্যাপ্টেন, একটা গন্ধ
পাচ্ছ ?

হুম !



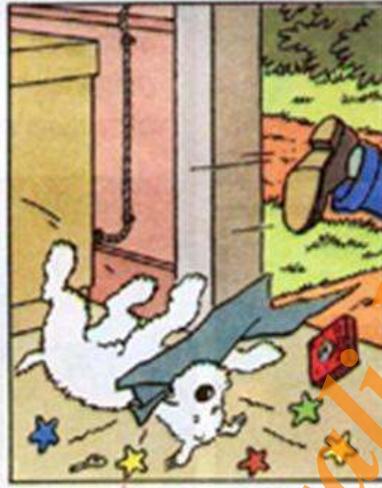
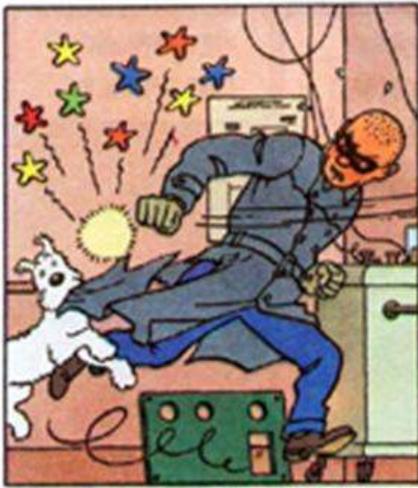
তাহার গন্ধ !

কিন্তু ক্যালকুলাস
খুমপান করেন না।



ঠিক বলেছ !







দারুণ বোকা বানিয়েছি তোমাদের !



এ-সব ইয়াকির মানে কী ?

হা হা, হ্যান্ডস্ আপ্ বললেই সবাই ঘাবড়ে যায় !



নাও, এবারের বিমার এই পলিসিতে সই করো !



সিগারেটের প্যাকেটে পেন্সিল দিয়ে কী লেখা রয়েছে দ্যাখো !

কী লিখেছে ?



আরে, ক্যালকুলাস তো জেনেভায় গেলে ওই হোটেলেই থাকে !

ঠিক বলেছ !



আমার ধারণা প্রোফেসর সেখানে বিপদে পড়েছেন। আমার যাওয়া সরকার।

আরে, কাগজটা গেল কোথায় ?



একা যাবে কেন ? আমিও যাব।

ঠিক আছে !

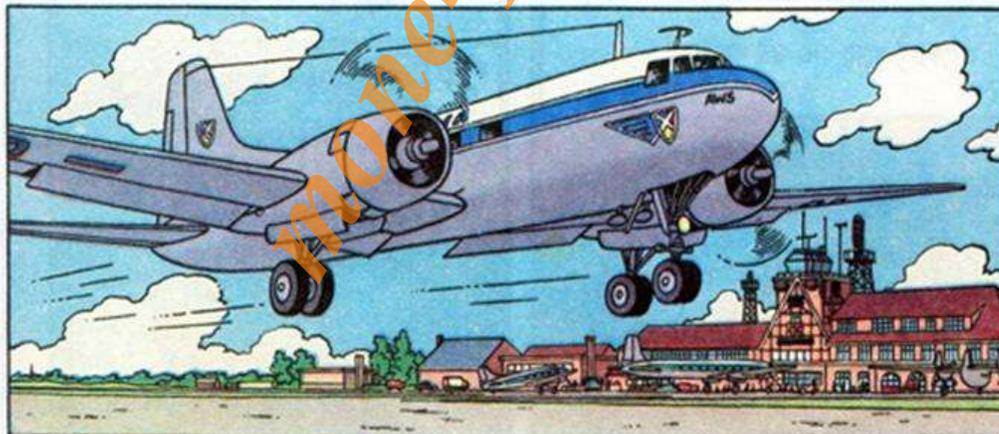
পেয়েশি !



চলো জেনেভা !

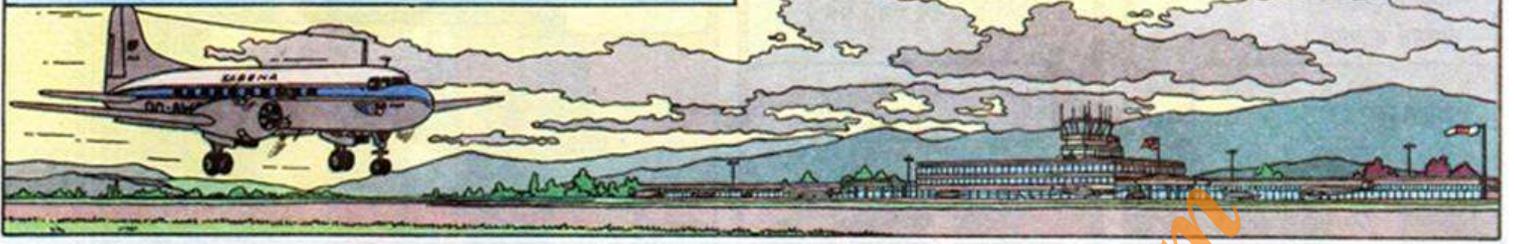


সেই দিনই...

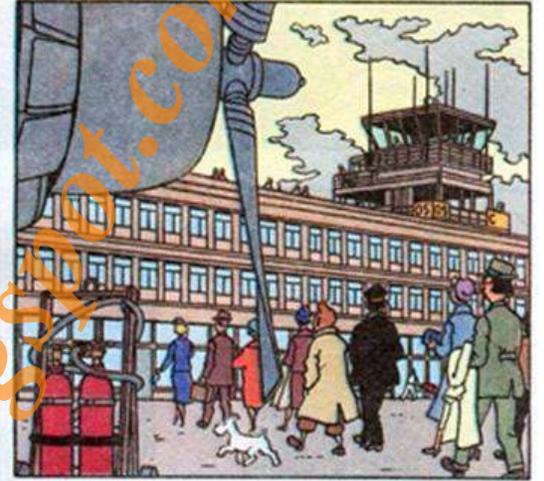


হোটেল কনর্ভিন ?... হের সৃৎকফকে দিন...হেল্লো স্তেফান ? ... হ্যাঁ, আমি ! শোনো, ওর বন্ধুরা এইমাত্র জেনেভা রওনা হল !

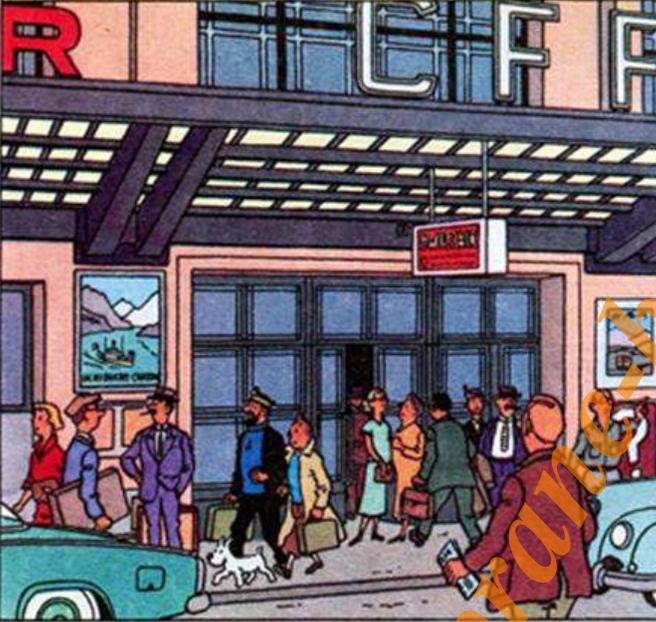
জেনেভার বিমানবন্দর... বিকেল সাড়ে তিনটে...



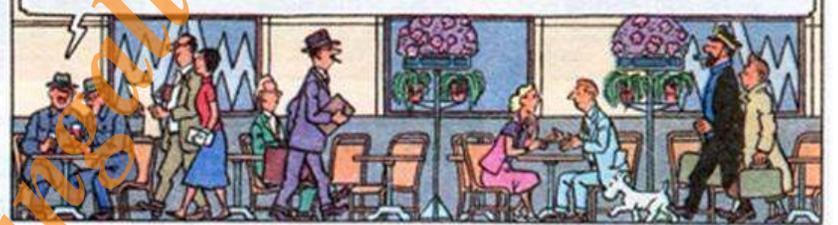
ওদের দেখতে পেলে আমরা কনাভিন স্টেশনে সুইস-এয়ারের বাস-টার্মিনালে গিয়ে অপেক্ষা করব।



পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসে... কনাভিন স্টেশনে...



ওই আসছে... আচমকা ধাক্কা মারো... রাগিয়ে দাও... সময় নষ্ট করো।



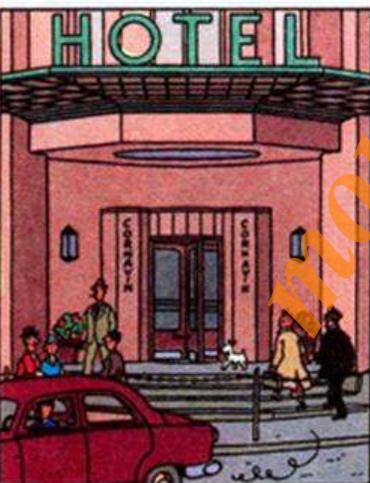
যাচ্চলে ! পুলিশ !

পুলিশকেই বরং জিজ্ঞেস করি !



রাস্তা পেরোলেই হোটেল কনাভিন

ধন্যবাদ।



প্রোফেসর, ক্যালকুলাস এখানে উঠেছেন ?

হ্যাঁ। বোর্ডে যখন চাবি নেই, ঘরেই আছেন।



ফোন করে বলুন, ক্যাপ্টেন হ্যাডক আর টিনটিন এসেছে।

বলছি।



কী ব্যাপার !





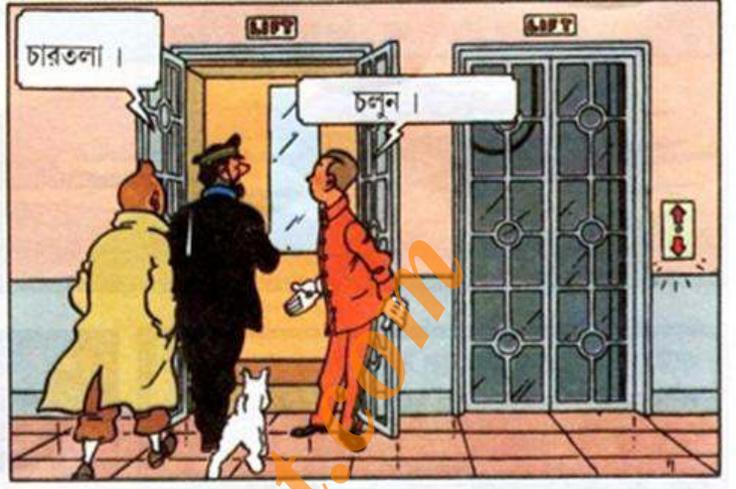
সাদা দিচ্ছেন না !
আশ্চর্য ব্যাপার !

কানে কম শোনেন
ঘরের নম্বর কত ?



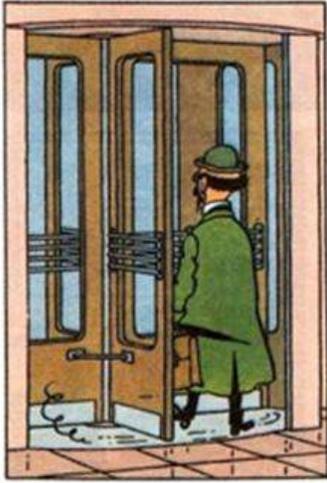
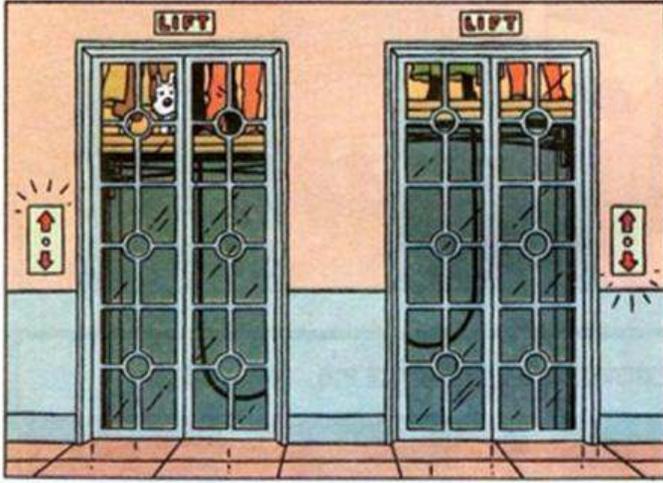
চারতলায় ১২২ নম্বর ঘর ।

আমাদের মালপত্র
এখানে রইল ।



চারতলা ।

চলুন ।



যতই কালা হোন,
এই ধাক্কার শব্দ
শোনা উচিত ।



আমার খবরনা,
প্রোফেসর ঘরে নেই ।



ঘরে না-থাকলে চাবিটা নিশ্চয় রেখে যেতেন ।



ওই তো তাঁর ঘরের চাবি !



ঠিক । মনে হচ্ছে, তিনি বেরিয়ে যাবার
সময়ে আমি দেখতে পাইনি ।

কোথায় যেতে পারেন ?



নিয়নে যাবার ট্রেনের সময়
জিজ্ঞেস করেছিলেন । তা
ট্রেন তো চারটে
চল্লিশে । স্টেশনে গেলে
ধরতে পারবেন ।

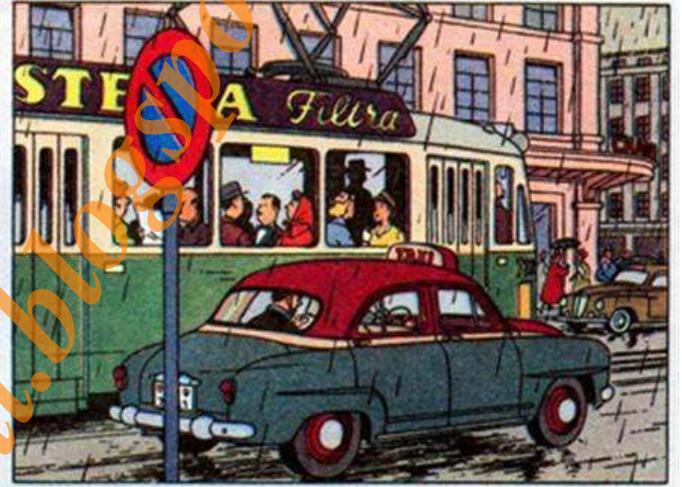
ধন্যবাদ ।

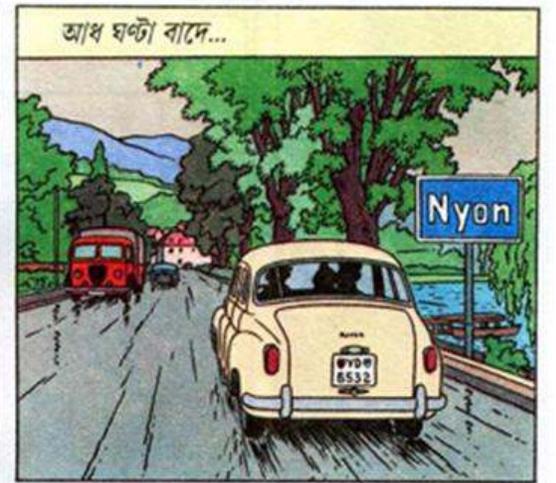
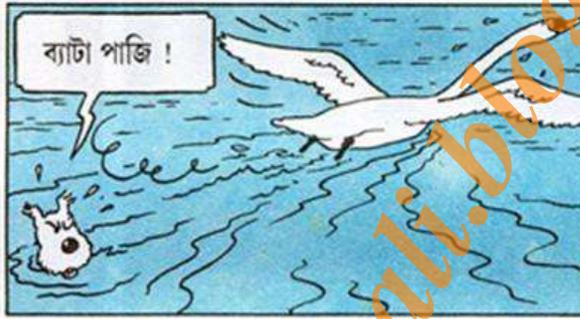
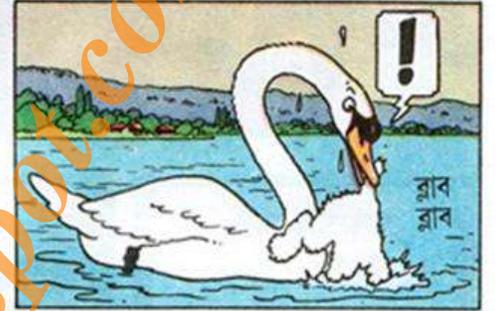


ওই আসছে ওরা ।

ট্রেন ছাড়তে আর
সাত মিনিট ।









সরে যাও !



এই গাড়িটাই আমাদের জলে ঠেলে ফেলেছিল !



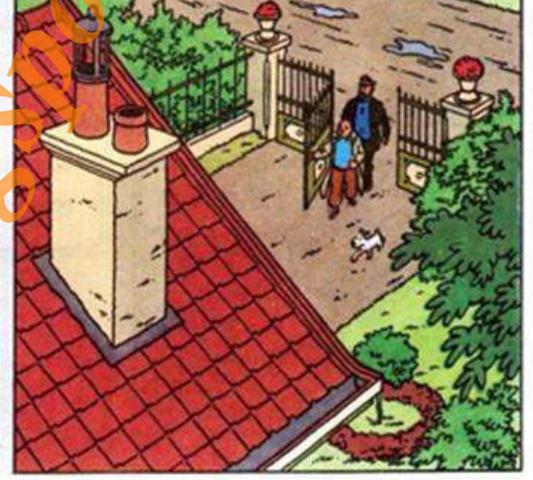
পাজি ! উল্লুক ! হিপোপটেমাস !



তাড়াতাড়ি হাঁটো ক্যাপ্টেন !



এই বাড়ি !



রিরিরিং



কিছু শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি !
তুমিও শোনো !



লোহার শব্দ !



হ্যাঁ, তা-ই !
আশ্চর্য !
বাড়ির পিছনটা একবার দেখে আসি !



সড়া নেই !



কিছু শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি !
তুমিও শোনো !



লোহার শব্দ !



হ্যাঁ, তা-ই !
আশ্চর্য !
বাড়ির পিছনটা একবার দেখে আসি !



আর-একবার বেল বাজিয়ে দেখি !



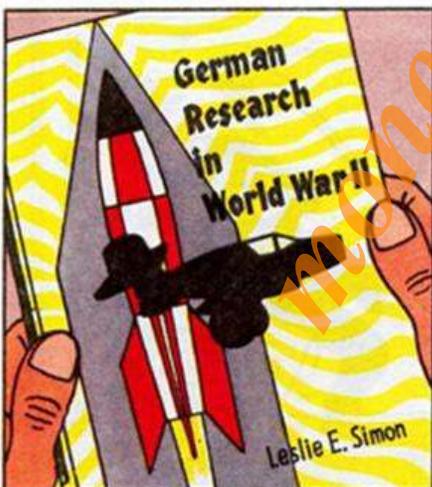
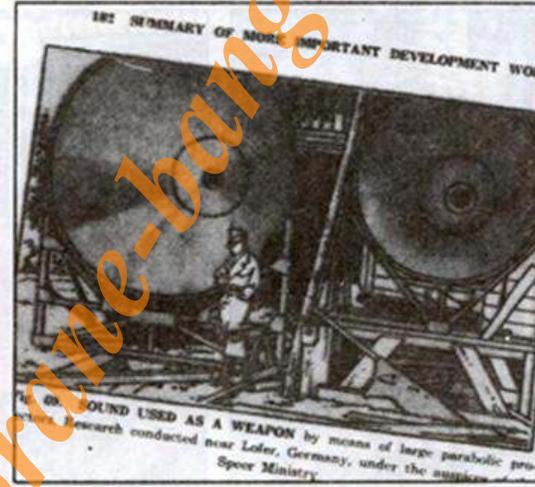
টিনটিন !
টিনটিন !

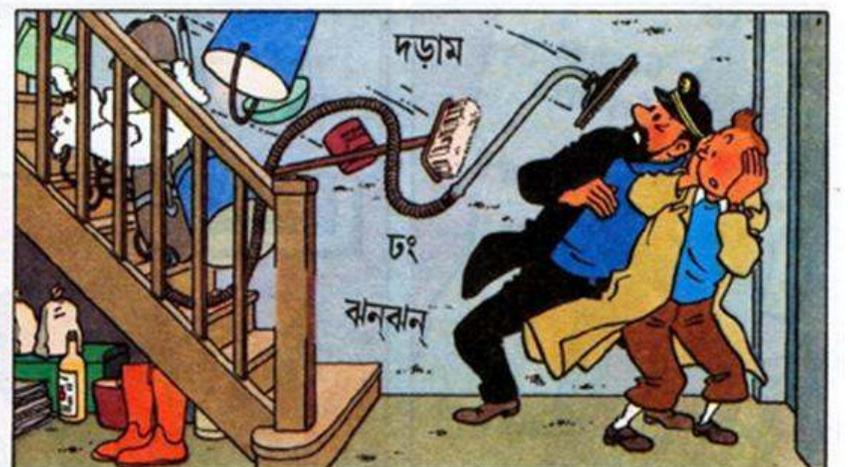


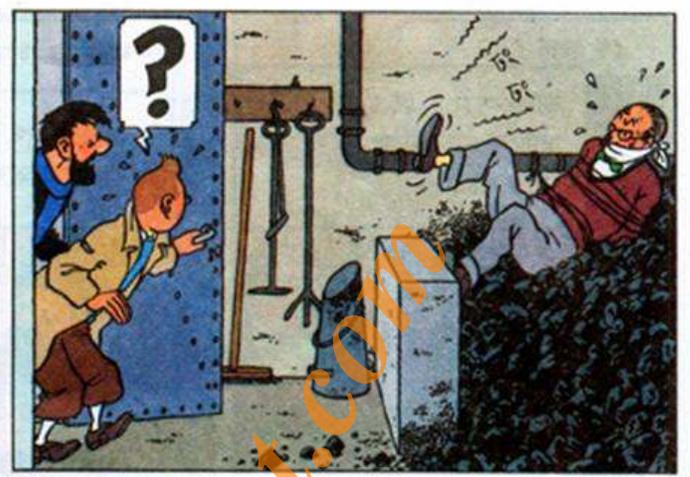
কে যেন আসছে !



কে যেন আসছে !

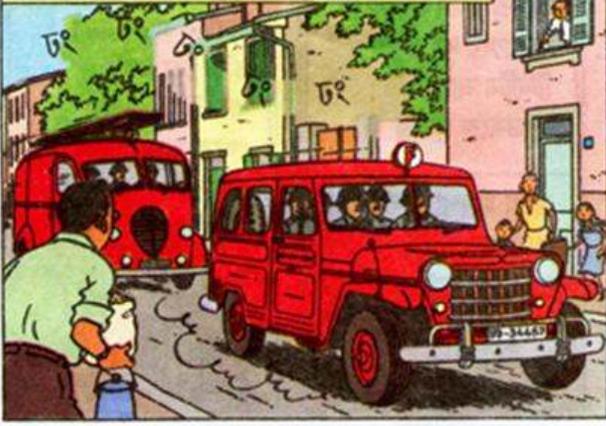








মিনিট কয়েক বাদে...



পরদিন সকালে...

অধ্যাপক তোপোলিনোকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসকৃপের মধ্যে বোমার টুকরো পাওয়া গেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, এর পিছনে রয়েছে মারাত্মক ষড়যন্ত্র। দু'জন পথচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে; মার্জিস্ট্রেটের এজলাশে আজ সকালে তাদের হাজির করা হবে। বিজ্ঞানী তোপোলিনো নির্বিরোধ মানুষ। তার মতন জ্ঞানতপস্বীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কারা, সকলের মুখেই এখন এই প্রশ্ন। বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এর চেয়ে নিন্দনীয় কাজ আর কিছুই হতে পারে না।





ভিতরে এসো !

এসেছি !



তোমাদের বিবৃতি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তোমরা সত্যি কথাই বলেছ। সুতরাং তোমাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

আসলে, হুজুর, আমাদের পরিচয়পত্র হারিয়ে না-গেলে এসব গণ্ডগোল ঘটতই না।



আমরা এখন ছদ্মবেশে আমাদের দুই বন্ধু টিনটিন আর হ্যাডকে খুঁজছি।

তারা হাসপাতালে রয়েছেন।



খানিক বাদে...

টিনটিন আর হ্যাডক ? তারা তো একটু বাদেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। আসুন।



মেঝেটা কীরকম মসৃণ দেখেছ ?



বাবা রে !

?



একটা লোককে ধরেছিলাম ! সে সিলভাভিয়ার লোক। সে কিন্তু পালিয়েছে ! জেরার উত্তরে বলেছিল যে, সে নির্দোষ !



নির্দোষ নয়। কিন্তু পালিয়েই যখন গেছে, তখন আর কী করা ! আমরা ধানায় চললুম।



ক্যালকুলাস এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছেন, যার সাহায্যে দূর থেকে কাঁচ ভাঙা যায়। কে জানে, এ দিয়ে অনেক দূর থেকে হয়তো ঘরবাড়িও ভাঙা যাবে ! তোপোলিনোকে চিঠি লিখে ক্যালকুলাস এই যন্ত্রের কথা জানিয়েছিলেন।



তোপোলিনোর ভৃত্য বর্ডুরিয়ার লোক। নিজের দেশের গোয়েন্দা বিভাগকে সে এই চিঠির কথা জানায়। সিলভাভিয়ার গুপ্তচররা ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে মার্লিন-স্পাহকে লোক পাঠিয়েছিল। বর্ডুরিয়ার গুপ্তচর তাকে গুলি করে।



ইতিমধ্যে ক্যালকুলাস আসেন জেনেভায়। তাঁকে খুঁজে বার করাটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।



কিন্তু তিনি যে কোথায় রয়েছেন, কে জানে !



গাড়ি থেকে জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে মারল ! কী অসাধন !



'সি. ডি.' প্লেট লাগানো রয়েছে। অর্থাৎ বিদেশি দূতাবাসের গাড়ি !

আরে !



সেই একই
ব্র্যান্ডের সিগারেট !

আরে, তাই তো !



সম্ভবত বর্ডুরিয়া দূতাবাসের
গাড়ি । দূতাবাসটা কোথায়,
নিয়নে ফিরে টেলিফোন
ডিরেক্টরি দেখলেই সেটা
জানা যাবে ।



এই তো, ল্যে
সাইন্স রোল্ ।

নিয়ন থেকে মাত্র
কয়েক মাইল ।



বিকেল গিয়ে জায়গাটা দেখে
আসব । রাত্রে শুরু হবে
কাজ ।



সেই রাত্তিরে...

বড্ড মশা !



ভীষণ
জ্বালাচ্ছে !

ভাগ্যিস এটা এনেছিলাম !



শব্দ কোরো
না, ক্যাপ্টেন !



পনপন পনপন পনপন

আর একটু
শ্রেণী করি !



গোঁওওওও

মস্ত একটা
মশা আসছে !
কী ডাক !



আরে !



হেলিকপ্টার !
দূতাবাসের লনে
নামছে !



কারা আসছে দ্যাখো !



মাঝখানের লোকটি
ক্যালকুলাস ! ওঁকে
হেলিকপ্টারে তুলে
পাচার করবে !



আরে, এরা
আবার কারা !





পাজি ! গণ্ডার ! হিপোপটেমাস !



এখানে থাকা নিরাপদ নয় !
অন্য দল এসে পড়বে !



লুকিয়ে পড়ো !



ওই ওরা ! এই ফাঁকে...



প্রোফেসরকে নিয়ে
সিলভাভিয়ানরা সরে পড়েছে !



হেলিকপ্টারে ওদের
পিছু নেওয়া যাক !

ঠিক বলেছ !



হেলিকপ্টার না-পেয়ে ওরা
পাগল হয়ে যাবে !



ওরা ফ্রান্সের দিকে যাচ্ছে !



খেত্, এর
মশাও মশা !
ওদের হেলিকপ্টার
আমাদের পিছু নিয়েছে !



মশা ! নাকে
হুল ফুটিয়েছে !



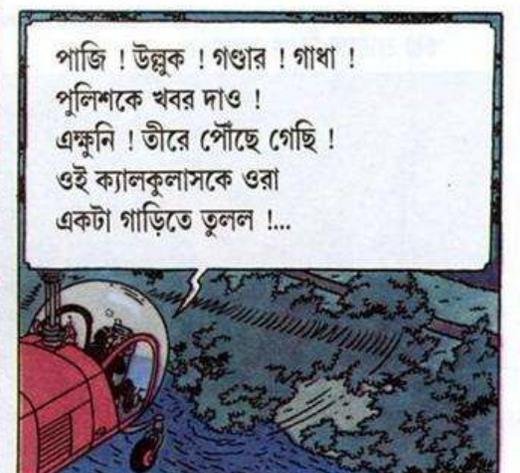
হ্যাঁচো !
হ্যাঁচো !



হ্যাঁচো... হ্যাঁচো... হ্যাঁচো !

গুলি চালাও !







বিদ্যুতের
খুঁটি !



আর একটু হলেই
ধাক্কা লাগত !



জোর বেঁচেছি !



প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার আকাশে উঠলুম !



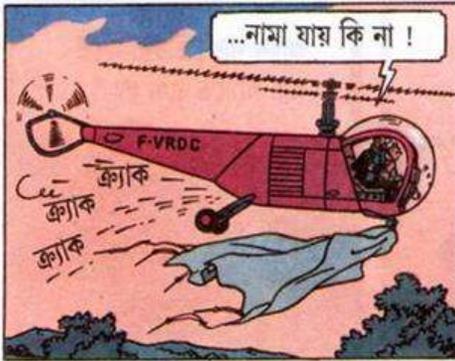
আরে ক্যাপ্টেন,
এখনও
ধারাভাষা
চালিয়ে যাচ্ছ ?



পাজি ! উল্লুক !
যা বলছি, করো !
পুলিশে
খবর দাও !

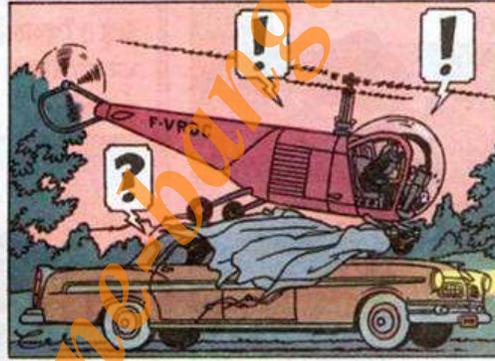


লাভ নেই ক্যাপ্টেন ! যা-ই
বলো, ও বিশ্বাস করবে না !
এদিকে পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ফুটো
হয়ে গেছে । নামতেই হবে !
দেখি, গাড়িটার সামনে...



...নামা যায় কি না !

ক্র্যাক
ক্র্যাক
ক্র্যাক



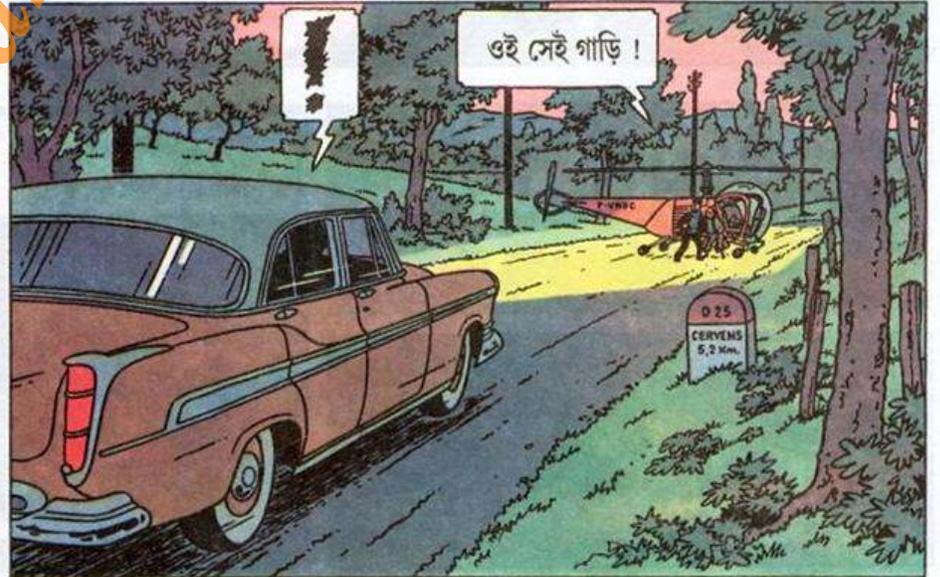
আবার উড়লুম !



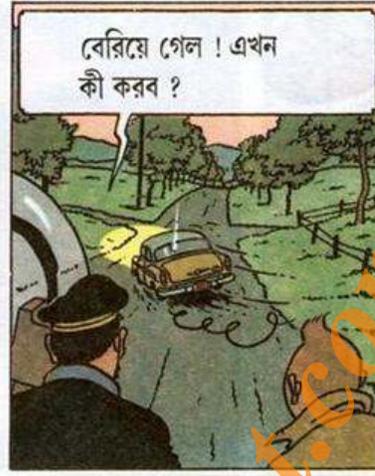
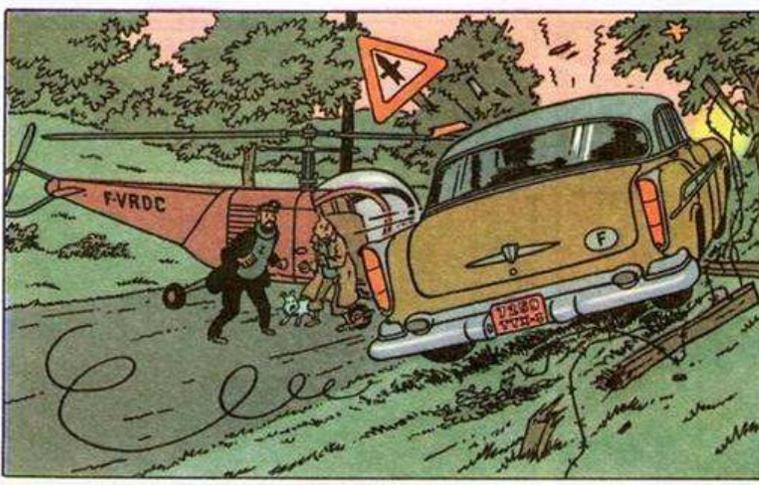
এবারে নামব !



নেমেছি !



ওই সেই গাড়ি !





লুকোও !



এসো, শুয়ে পড়ো !



এখানে শোব কেন ?



ব্যাপার কী
ক্যাপ্টেন ?

সিট্রোয়েন-গাড়িটা চিনতে
পারলে না ?
গুলি চালাবে !



ধুর !
সেটায় ছিল
অন্য দেশের নাম্বার-প্লেট !

ঠিক জানো !



নিশ্চয় ! শিগ্গির এসো ! গাড়িটা চলে না যায় !



সত্যি বলছি, দুজন লোক হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলেছিল !
ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাও । চশমার পাওয়ার
নিশ্চয় বেড়েছে ।



তুমি তো একদম ভিজে গেছ !
রোদ্দুরে শুকিয়ে যাবে ।



রোদ্দুর কোথায় ! বৃষ্টি নামল যে !



একটা ছাতা থাকলে হত !

আরে, ছাতা তো রয়েছে !



?



ক্যালকুলাস এখন
কী করছেন
কে জানে !



যাক, তামাকের দোকান
পাওয়া গেছে !



একুনি আসছি। তুমি
হাঁটতে থাকো।



ক্রী-ক্রী-ক্রী



দডাম

বাঁচাও !



সর্বনাশ !
ক্যাপ্টেন চাপা
পড়েছে !



দস্যু !...স্টিম-রোলার !... লুঠেরা !...এই স্পিডে কেউ গাড়ি
চালায় ! তুমি কি শাকের চেয়েও জোরে ছুটতে চাও নাকি হে ?



গণ্ডার ! ডাইনোসরাস !

আরে, গাড়ির কাঁচে থুথু
ছেঁটাচ্ছেন কেন ?



সবান-জলের সুইচ টিপছি !

হল ?



আমাদের বন্ধু ক্যালকুলাস ডাকাতের
হাতে বন্দি। আমরা তাদের পিছু নিয়েছি।
আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ?

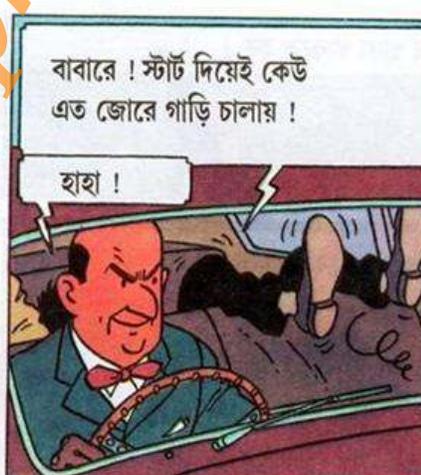
ডাকাত ?...নিশ্চয়।
...উঠে পড়ুন !



লাগেনি তো ?

না

দডাম !



বাবারে ! স্টার্ট দিয়েই কেউ
এত জোরে গাড়ি চালায় !

হাহা !



ইতালির গাড়ি, ইতালির ড্রাইভার !
হুঁ হুঁ বাবা, ডাকাতদের আজ
আর নিস্তার নেই !

ক্যালকুলাস আসলে এমন একটা
জিনিস উদ্ভাবন করেছেন, যেটাকে
হাতবার জনোই বিদেশি গুপ্তচরেরা
তাকে ধরে নিয়ে গেছল !



কিন্তু তাদের বিরোধী পক্ষের লোকেরা...
তাদের হাত থেকে ক্যালকুলাসকে ছিনিয়ে নিয়েছে !

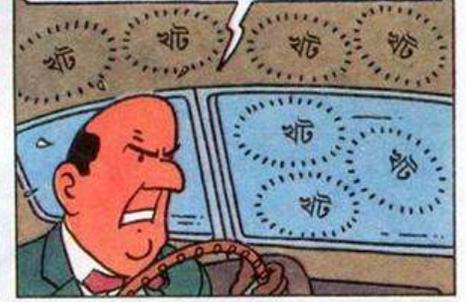


হিচ-হাইকার ! এদের
বিরুদ্ধে আইন হওয়া
উচিত !

আচ্ছা, গাড়িটা একটু আস্তে
চালালে হয় না ?



আরে, খটখট করে শব্দ
হচ্ছে কীসের ?



আজ্ঞে, আমার
দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি
হয়ে যাচ্ছে কিনা...

অর্থাৎ ভয়
পেয়েছেন ! হা হা !



গাড়িটাকে এরোপ্লেনের
মতন চালাচ্ছেন তো !



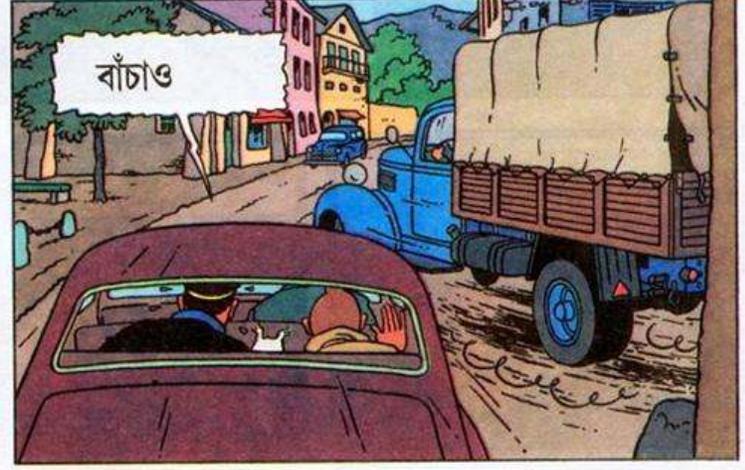
ওরে বাবা, এ যে পাগলের পাল্লায় পড়েছি !

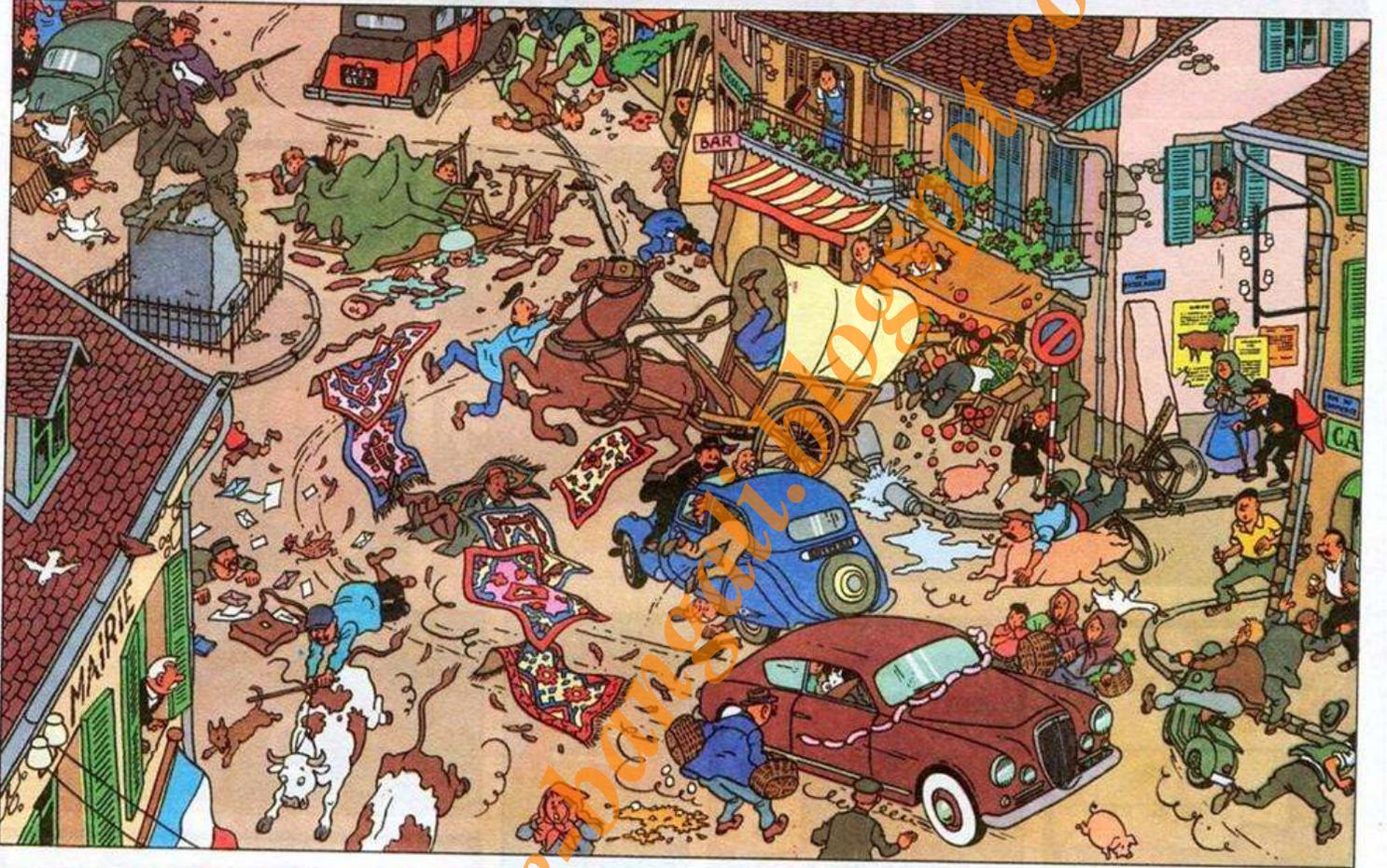


ওই যে সেই
গাড়িটা !



বাঁচাও





বাবা রে, এর হাতেই না মারা পড়ি !

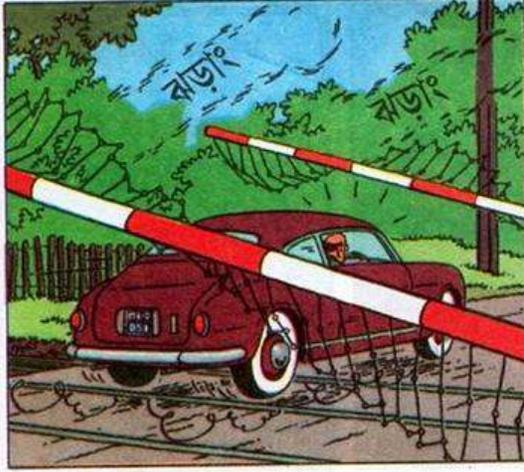


ওই সেই গাড়ি !

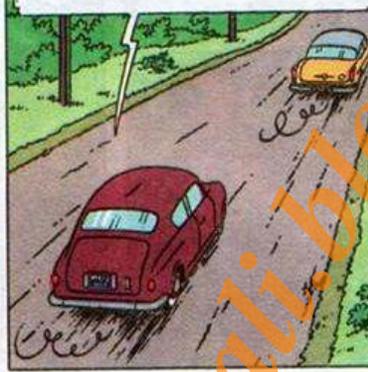
এবারে ওদের ধরব !



লেভেল ক্রসিংয়ের গেট
যে বন্ধ হচ্ছে !



এবারে আমার
হাট-আটাক হবে !



ওভারটেক করে আটকে দিয়েছি !



এই আমি ব্রেক কবলুম !

ক্যালকুলাসকে তো দেখছি না...



কী ব্যাপার ? গাড়ি আটকে দিলেন
কেন ? কী চান ?



ক্যালকুলাসকে
চাই ! কোথায়
তিনি ?

ক্যালকুলাস ? কে তিনি ?
কোথায় থাকেন ?



ন্যাকা সাজবেন না ! কোথায় তিনি বলুন !

ভদ্রভাবে কথা বলুন । আমার
গাড়িতে শুধু ড্রাইভার আর
আমিই আছি ।

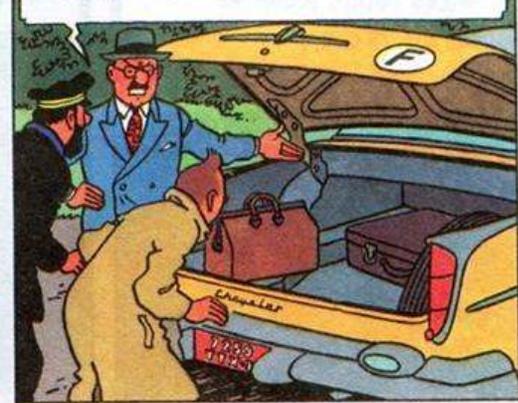


বুটটা দেখব ।

দেখাতে আমি বাধ্য নই ।
তবু দেখাচ্ছি ।
আসুন, দেখুন !



কী, যাকে চান, তাকে ওখানে পেলেন ?



তল্লাশি শেষ হয়েছে তো ?
নাকি টায়ারগুলোও খলে
দেখবেন ? নিন, পথ ছাড়ুন ।



ছিছি, মিথ্যে কথা বলে আমাদের
এইভাবে দৌড় করালেন ? আর
আমার গাড়িতে আপনাদের নিচ্ছি না ।
যেখানে যাবার, পয়দল চলে যান ।



কী ব্যাপার বলো তো ?
আমরা কি তবে ভুল-গাড়ির পিছু
নিিয়েছিলুম ?



যাচ্ছিলে ?

কী হল আবার ?



বাবা রে !



পিছনের সিটের তলায় !

আঁ ! সে কী !



পিছনের সিটের তলায়
ক্যালকুলাসকে লুকিয়ে
রেখেছিল । আমরা
বুঝতে পারিনি ।



এখন আশ্রয় পাই কোথায় ?



এরোপ্লেন ? মনে হয় নামছে ! সত্যি তাই !



কাছেই কোথাও বিমানবন্দর
আছে । দেখা যাক ।



কিন্তু প্লেনটা তো মাঠের মধ্যে নামল !



আরে, দেখেছ ?

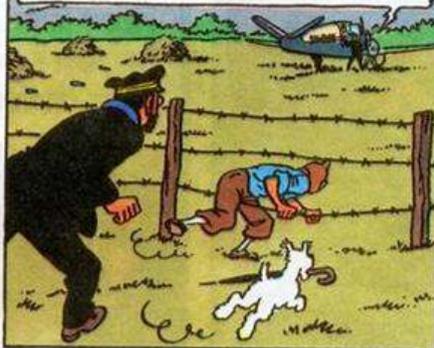
সেই গাড়িটা !



গাড়ি থেকে ক্যালকুলাসকে ওই প্লেনে তুলবে !



আরে, বিচ্ছু দুটো দেখছি পিছু ছাড়াইনি !



তাড়াতাড়ি প্লেনে উঠে পড়া সবাই !



চালাও, বোল্ডফ !



তাড়াতাড়ি করো !



তাড়াতাড়ি ! আরও তাড়াতাড়ি !



উঃ, বাঁচলুম !



আর ভয় নেই ! প্লেন উড়েছে !



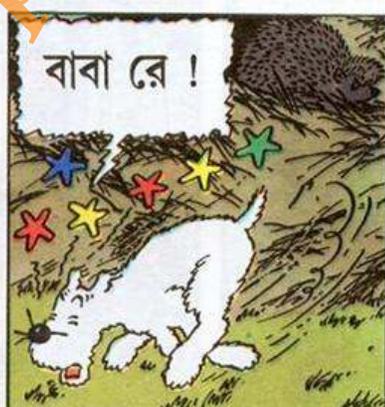
ভে ভে !



ভেওও !



বাবা রে !



বাঁচাও ! বাঁচাও !







কী ব্যাপার
ক্যাপ্টেন ?

কিছু না...এইটে
পড়ো ! অবিশ্বাস্য
ব্যাপার !

বর্ডুরিয়া-সিলডাভিয়া সংঘর্ষ
বর্ডুরিয়ার জঙ্গি-বিমান
সিলডাভিয়ার বিমানকে
মাটিতে নামতে
বাধ্য করেছে

“আকাশ-সীমা
লঙ্ঘিত হয়েছে”

“অন্যায়ভাবে
আমরা আক্রান্ত”

জোহোদে আজ সন্ধ্যায় ক্রো থেকে সিলডাভিয়ার
বিমান-মন্ত্রকের এক ঘোষণায় বিদেশ মন্ত্রক আজ জানায় যে,
বলা হয় যে, সিলডাভিয়ার অন্যায়ভাবে তাদের বিমানকে
একটি বিমান আমাদের তাড়া করা হয়েছিল।



আরে, এই প্লেনেই নিশ্চয়
ক্যালকুলাস ছিলেন। তা হলে
তো বর্ডুরিয়ার লোকদের
হাতেই ফের পড়েছেন তিনি।



এই নিন
ক্লোর টিকিট।

ক্লোর বদলে
আমরা জোহোদে
যাব।

টিকিট পাওয়া যাবে ?



জোহোদের প্লেনের সমস্ত
আসন ভর্তি। অবশ্য শেষ
মুহুর্তে যদি কেউ...



যাত্রা বাতিল করেন
তা হলে হয়তো
টিকিট আপনারা
পেতেও পারেন।



হুম, এরা জোহোদে
যেতে চায় ! শেষ দুটো
টিকিট তো আমরা
কেটেছি। হুম !



তুমি দাঁড়াও। আমি
একবার বাড়িতে ফোন
করে আসি।

বেশ।



হ্যাঁ, মার্লিনস্পাইক ৪২১
...ধরে আছি।



হ্যালো ! হ্যালো ?
মার্লিনস্পাইক ?
...কে, নেস্টর ?

না, আমি কসাইখানা
থেকে বলছি।



হ্যালো অপারেটর,
ভুল নম্বর দিয়েছিলেন।
আমি চাইছি ৪২১।



হ্যালো...হ্যালো...কে,
নেস্টর ?... আমি
ক্যাপ্টেন। ... কী, কে
তুমি ?



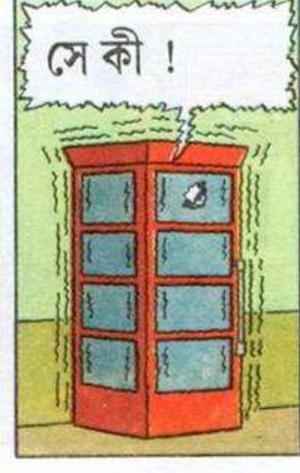
আমি জয়লন, সেই বিমার
দালল। বউ-বাচ্চা
সবাইকে নিয়ে আমি
তোমার বাড়িতে এসেছি।



বেশ ক দিন থাকতে চাই। এখানকার
জল-হাওয়া দারুণ... সবাই বেশ
ফুটিতে আছি।
...কী, নেস্টরকে চাও ?



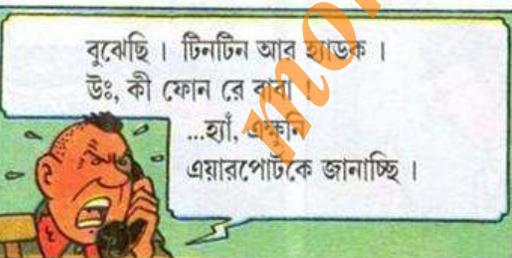
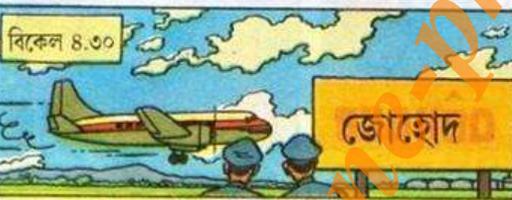
কে ? ...নেস্টর ?...
ব্যাপার কী ? জয়লন
সত্যি মার্লিনস্পাইকে
আস্তানা গেড়েছে নাকি ?



সে কী !











বিয়াক্ষা কাস্তাফিয়োর !!!



উনি হচ্ছেন বিয়াক্ষা
কাস্তাফিয়োর ! মস্ত গায়িকা !
আপনারা যদি চান, তো
এখানকার অপেরায় একদিন
ওঁর গান শুনতে যেতে পারি ।

হুম !



এই নিন ঘরের
চাবি ।



আশা করি আপনাদের
অসুবিধে হবে না ।



আপনার ঘরটা ওদিকে ।
পাশাপাশি পাওয়া গেল না ।



ঘণ্টাখানেক বাদে এসে আপনাদের ডিনারে
নিয়ে যাব । তার আগে যদি দরকার হয়,
ডাকবেন, আমরা কাছেই রইলুম ।

ধন্যবাদ ।



ওরে কুতুস, আমরা এদের নজরবন্দি !

আঁ, সে কী !



কে ?...ক্যাপ্টেন ?
কী খবর ?



প্রথম সুযোগেই এদের
চোখে ধুলো দিয়ে
পালাতে হবে !



না না, আমি এখানকার
পোকাগুলোর কথা
বলছি তো ?
এরা কামড়ায় না !



পোকা ?
তার মানে ? আমি
বলছি ওই...
হ্যালো ! হ্যালো !



ধূত, টেলিফোনে যে
আড়ি পাতা হচ্ছে,
ক্যাপ্টেনকে তা
বোঝাই কী করে ?



হ্যালো... হ্যাঁ, লাইন
কেটে গিয়েছিল !
পোকা নিয়ে অত
ভেবো না !



আর তা ছাড়া, কত যত্নে আমাদের
রেখেছেন এঁরা । কত খাতির
করছেন এঁরা অতি ভদ্র,
সজ্জন । এদের ছেড়ে চলে
যাবার কথাই ওঠে না ।



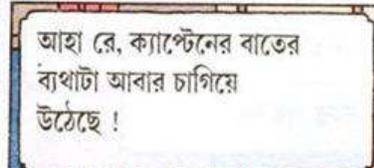
দ্যাখো, টিনটিন,
এ-সব কথার
মানে কী...



সব রেকর্ড করে রাখছি !



তুমি কিছুর বুঝতে পারছ
না টিনটিন !





সবাইকে না জাগিয়ে দেয় !

দাঁড়াও,
দরজা খুলি...



সে কী, এখনও ঘুমোওনি। আমি এলুম
ক্যাপ্টেনের টুপি ফেরত দিতে। এবারে
আমি করিডরে শুয়ে ঘুমোব।



এসো ক্যাপ্টেন...



ওরে বাবা !

?



শিগগির লুকোও !



যাচ্ছেতাই কাণ্ড ! সবাই বেতুন !

সমস্ত পথ বন্ধ !



চলে গেছে !

শুনলে !



পালাবার পথ এদিকে
থাকতে পারে...



ফায়ার এক্সেপ !



ওরে বাবা !
এদিকেও পাহারা !



দাঁড়াও, একটা
উপায় ঠাউরেছি !



হঁশিয়ার, ক্যাপ্টেন ! এইবার !







আশ্চর্য !

অদ্ভুত !

শাবাশ !



এখুনি অত উৎফুল্ল
হবেন না। দয়া করে
একটু ধৈর্য ধরুন, কেননা,
পদায় আপনারা যা
দেখলেন, আসলে তা...



ওই শহরের একটা মডেল মাত্র। কাচ আর চিনামাটি দিয়ে
তৈরি। কিন্তু অস্ত্র যখন সত্যি তৈরি হবে, আসল শহরও
তখন আমরা অক্লেশে ধ্বংস করব।



এই যন্ত্র দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে কাঁচ আর
চিনামাটির জিনিস ধ্বংস করা যায়। কিন্তু
কিছুদিনের মধ্যেই আমরা...



লোহা ইস্পাত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি
সবকিছুই ধ্বংস করতে পারব।
বন্ধুরা, জেনে রাখুন, সে-দিন
আর দূরবর্তী নয়। আমাদের
হাতে সেই অস্ত্র দেখে...



বড়রিয়ার শত্রু তখন ভয়ে
কাঁপবে !

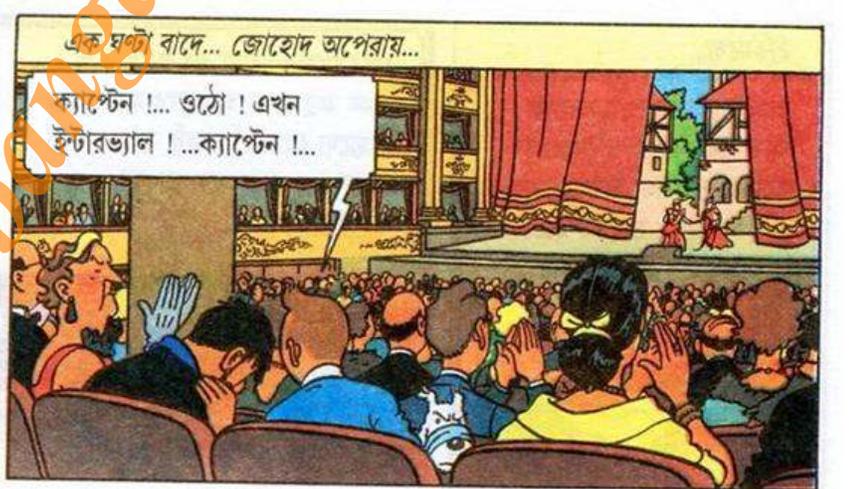
কর্নেল, আপনার
ফোন...



কর্নেল স্পঞ্জ
বলছি...কী,
ওরা পালিয়েছে ?
... অসম্ভব !



অপেরার দিকে
গিয়েছে ?... এলাকাটা
ঘিরে রেখেছে ?...
ঠিক আছে, এখানকার
কাজ শেষ করেই
আমি ওদিকে
যাচ্ছি।

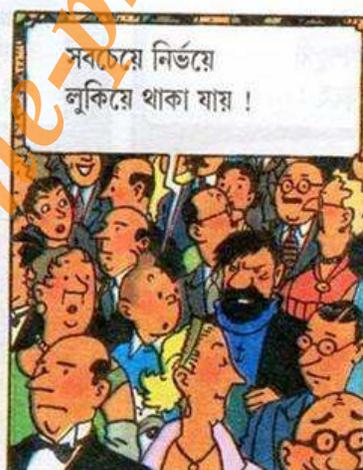


এক মুহূর্ত বাদে... জোহোদ অপেরায়...

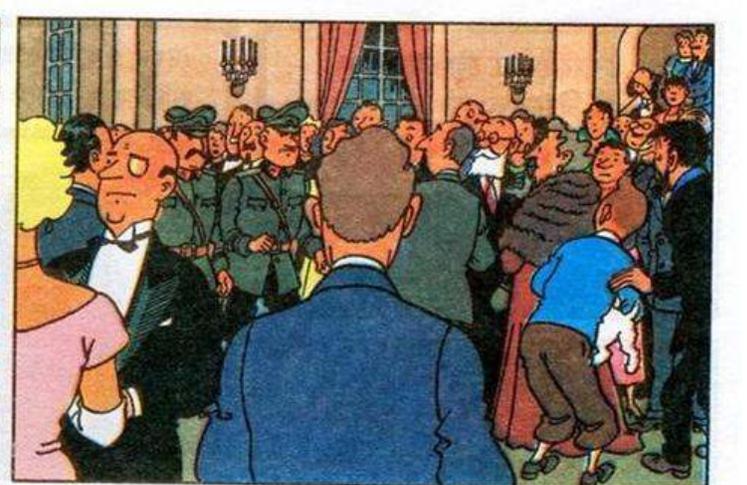
ক্যাপ্টেন !... ওঠো ! এখন
ইন্টারভ্যাল !... ক্যাপ্টেন !...



এটাই আমাদের পক্ষে
সবচেয়ে নিরাপদ
জায়গা ! ভিড়ের
মধ্যেই...



সবচেয়ে নির্ভয়ে
লুকিয়ে থাকা যায় !





আরে, পুলিশের বড়কর্তা !

কর্নেল স্পঞ্জ !

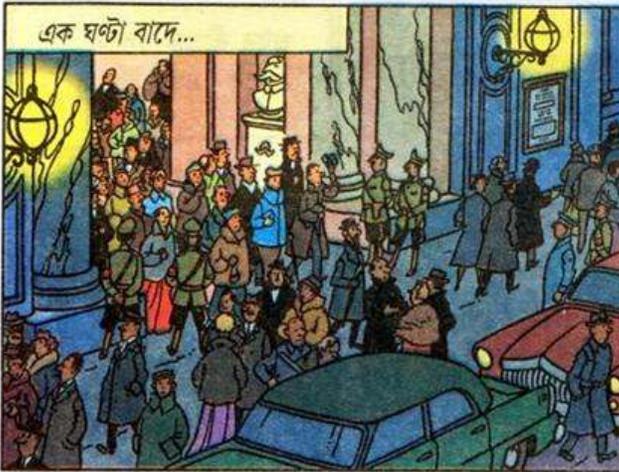


এই স্পঞ্জের ওপরেই নির্ভর
করছে ক্যালকুলাসের ভাগ্য !



রি রি রি রি রি রি রি
ইন্টারভাল শেষ ! পালাব ?

না। শো শেষ হলে
ভিড়ের সঙ্গে বেরিয়ে
পড়ব।



এক ঘণ্টা বাদে...



গেটে পুলিশ গিজগিজ করছে।
স্টেজের দিক দিয়ে বেরোনো যাক।



কে ? টিনটিন না ?



আরে, কদিন বাদে
দেখা হল !



আমার গান শুনতে এত
দূরে এসেছ ?
তা উনি কে ?

আ-আমি হোডাক ! না না, হাডক !



তা এখানে দাঁড়িয়ে
থাকবে কেন ?
আমার ড্রেসিং রুমে
এসো।



ওঃ, হাততালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে !
বোঝাই যাচ্ছে, আমার গান শুনে ওর
আনন্দে আত্মহারা ! তাই না মিঃ হোডাক ?

হ্যাডক !



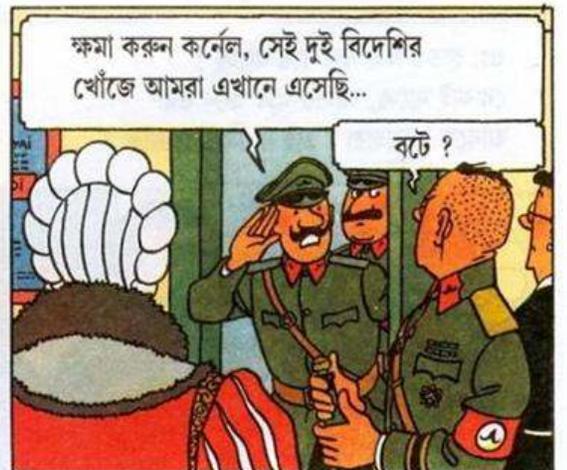
আবার কেউ
অভিনন্দন
জানাতে
আসছে !



কর্নেল স্পঞ্জ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান !

পুলিশের বড়কর্তা ? ...নিয়ে এসো।

??





এখানে তাদের খোঁজ
কীভাবে পাবে ? যাও,
বেরোও, দূর হও ! এফুনি
আমি রাগে ফেটে পড়ব !



ফট



ওরা আসলে দুই
গুপ্তচরকে খুঁজছে !
গুপ্তচর ? বলেন কী
কর্নেল ?
ব্যাটা মিথ্যুক !



আসলে কী জানেন, বিদেশি এক
বিজ্ঞানীকে আমরা এখানে
আমন্ত্রণ জানাই। তিনি এক দারুণ
অস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। সেটা
পেলে আমরা বিশ্বজয় করব।

বটে ?



হ্যাঁ, কিন্তু এই বিজ্ঞানী তাঁর
অস্ত্রটাকে যুদ্ধে লাগাতে দিতে
চান না।
বুঝুন ব্যাপার !

অর্থাৎ বোকা বিজ্ঞানী !



ভীষণ বোকা ! আমরা তাই তাঁকে
বাখিন দুর্গে বন্দি করে রেখেছি।
নকশাটা দিলে তবে তাঁকে ছাড়ব !

না দিয়ে যাবে কোথায় !



বলেছি তো, দিলে তবেই ছাড়ব !
ছেড়ে দেবার অর্ডারটা
আমার কোটের পকেটেই রয়েছে !

কিন্তু দেশে ফিরে লোকটা যদি
সব কথা ফাঁস করে দেয় ?



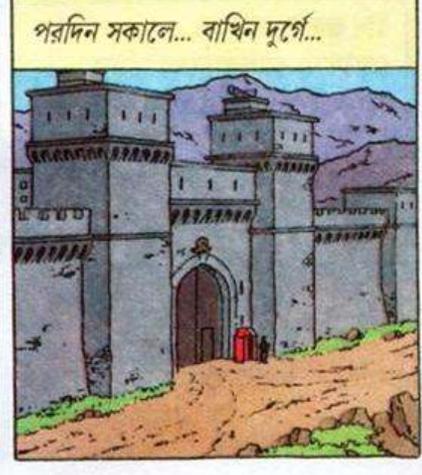
তাও ভেবে রেখেছি। ছেড়ে দেব রেড ক্রসের
দুজন লোকের হাতে। তাদের সামনে
বিজ্ঞানীকে বলতে হবে যে, স্বেচ্ছায় তিনি
এখানে এসে নকশাটা আমাদের দিয়েছেন।
রেড ক্রসের লোকদের জন্য দুটো পাসও আমার
পকেটে রয়েছে।

শাবাশ কর্নেল।



এবারে ছোট্ট একটা অনুরোধ। আজ
রাতিরে আমার স্ত্রী একটা পার্টি
দিচ্ছেন। সেখানে গান গাইতে হবে
আপনাকে।

নিশ্চয়। ... ইম্মা, কর্নেল আর আমার কোট দাও।



পরদিন সকালে... বাখিন দুর্গে...



হুম, বিজ্ঞানীকে নিয়ে যেতে
এসেছেন আপনারা। কাগজপত্র
দেখছি ঠিকই আছে। তবু...



একবার চেক করে দেখি।
সাবধানের মার নেই।

নিশ্চয়।

নি-নিশ্চয়



হ্যালো...বাখিন দুর্গ থেকে বলছি...কর্নেল
স্পঞ্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।



কর্নেল এখনও দফতরে আসেননি ?
আপনি তাঁর সেক্রেটারি ? ...ঠিক
আছে, আপনাকে দিয়েই হবে ।



রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা পাস নিয়ে
ওখানে গেছেন তো ? ঠিকই
আছে । ... হ্যাঁ, বিজ্ঞানীকে ওঁদের
হাতেই ছেড়ে দিন ।



ঠিক আছে । এবারে তা হলে
প্রোফেসর ক্যালকুলাসকে নিয়ে আসি



এক মুহূর্ত বাদে...

পম্ পম্ পম্ পম্ পম্, পম্ পম্ পম্ !

কর্তার মেজাজ
বেশ ভালই মনে
হচ্ছে !



খবর কী ? ক্যালকুলাসের
বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া গেল ?

না, কর্নেল ।



কোথায় যে লোক দুটো
গা-ঢাকা দিয়ে রইল !
আর-কোনও খবর আছে ?

ও হ্যাঁ, বাখিন দুর্গ থেকে...



মেজর কার্ডক ফোন
করেছিলেন ।

কী বলল কার্ডক ?



উনি জানতে চাইলেন,
প্রোফেসর ক্যালকুলাসের মুক্তির
আদেশপত্রে আপনার সইটা খাঁটি তো ?

একশোবার খাঁটি ! হাজারবার
খাঁটি !



আজ্ঞে, আমিও ঠুকে তাই বললুম !



অ্যাঁ, তুমি তাই
বললে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললুম !



?



!



সর্বনাশ ! কে
সেই আদেশপত্র
চুরি করলে ?



রিরিরিরিং

হ্যাঁ, আমি ! ... কী ?
... সর্বনাশ, ওঁরা তো
বেরিয়ে গেলেন !



বেরিয়ে গেলেন ?
... আটকাও ! নইলে
তোমাকেই ফাঁসিকাঠে
ঝোলাব ।



হ্যাঁ, আমি হ্যাডক, আর গাড়ি
চালাচ্ছে টিনটিন।



কর্নেল স্পঞ্জের কোটের পকেট
থেকে আপনার মুক্তিপত্র আমরা
চুরি করেছি। তারপর ছদ্মবেশে
এই এখানে এসে সেই সই-করা
কাগজটা দেখিয়ে আপনাকে বার
করে আনলুম।



এখনও সীমান্ত পার হইনি।
যে-কোনও মুহুর্তে আমাদের
আটকে দিতে পারে।



ক্র্যাক
ক্র্যাক



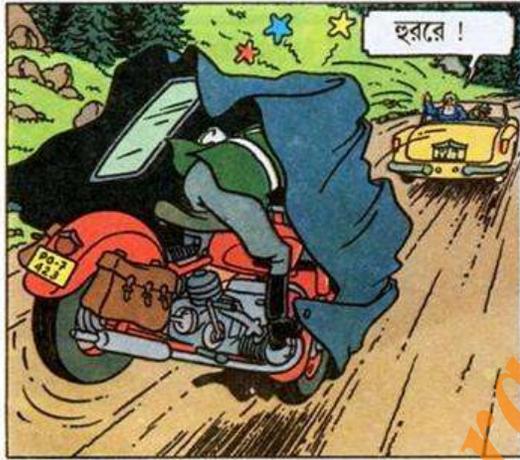
মোটর বাইক! যা ভেবেছিলুম!



খবর পেয়ে আমাদের তাড়া করেছে!



গাড়ির ওপরের ছাউনির
বোতাম খুলে দাও
ক্যাপ্টেন!



হুররে!



ওরা ছাউনি-চাপা
পড়েছে!



ক্যাপ্টেন, আমার ছাতা কোথায়?

ধেত্তেরি! ছাতাই বড়
হল? এখন প্রাণ
নিয়ে টানাটানি!



সর্বনাশ, একটা ট্যাঙ্ক দিয়ে পথ
আটকে দিয়েছে!



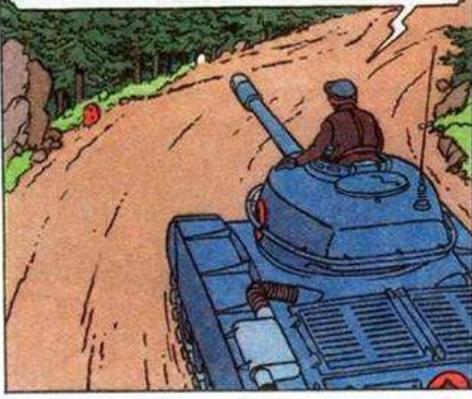
চাকা পিছলে যাচ্ছে!



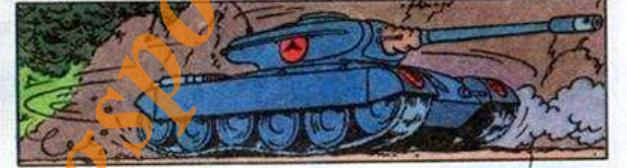
বাঁচাও! বাঁচাও!



ওদের গাড়ি উল্টে গেছে !



গাড়ির তলায় চিপ্টে গেছে ওরা !



গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে ওদের ট্যাঙ্ক দখল করে নিয়েছি !



প্রোফেসর তো বেইশ হয়ে গেছেন !... টিনটিন, সাবধানে চালাও, আবার না খাদে পড়ি !

চালাচ্ছি তো, কিন্তু...



ট্যাঙ্ক চালাবার অভ্যেস তো নেই ।



এই রে !... পথ আটকেছে !



বেড়া ভেঙে চালিয়ে দিচ্ছি !



কী বললে...ট্যাঙ্ক বেদখল ?... গোলা মেরে উড়িয়ে দাও !



কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে এগোচ্ছি !



ওই আসছে ! কামান দাগো !

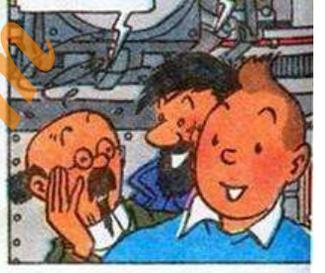




ধুত ! বাজে কামান !

ক্যালিকুলাসের জ্ঞান
ফিরেছে ! ছুরে !
দেখি কী বলেন !

উঃ !



আমার ছাতাটা কোথায় ?

এখন কি ছাতা
নিয়ে মাথা
ঘামাবার সময় ?



ছাতা নামাবার ?
কোথায় ছাতা ?
হারাওনি তো ?

হ্যাঁ হারিয়েছি !
জেনেভায় !



বাঁচালে !
ভাগ্যিস হারাওনি । ওরই
মধ্যে আছে নকশা !

কীসের



বিষের ? না না, বিষ নয়,
আমার সেই বিশ্বংসী যন্ত্রের
নকশাটাকে আমি ছাতার বাঁটে
লুকিয়ে রেখেছিলুম । ভাগ্যিস
হারাওনি !

অ্যাঁ !



রাস্তার ওপরে ওগুলি কী ?

মাইন !



সর্বনাশ ! ট্যাঙ্ক একুনি
উড়ে যাবে ! বাঁচাও !



মাইন ফাটল না ?
আমাদের ঠকিয়েছে !



বাজে কথা বোলো না
মাইন হলে ফেটে যেত ।
আর হ্যাঁ, আমার সিটের
তলায় এক বস্তা
এই জিনিস রয়েছে !

অ্যাঁ



এর নাম থাপারফ্লাশ !
আগুন লাগলে দারুণ শব্দ
করে ফাটে !

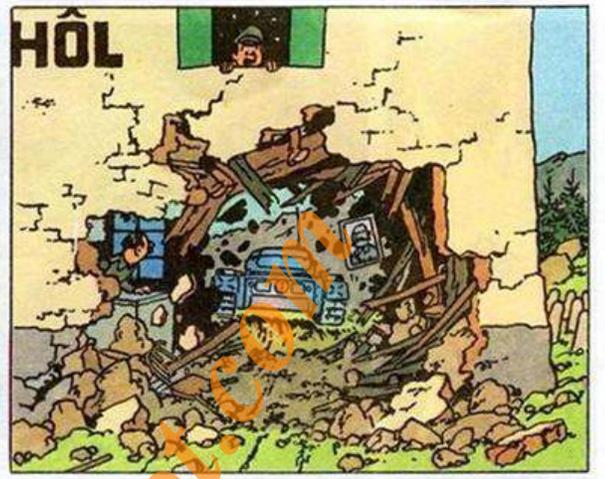
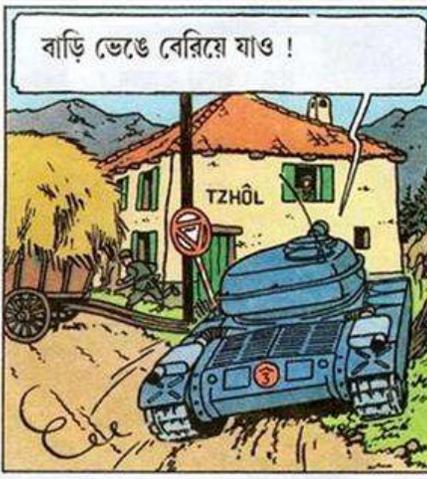


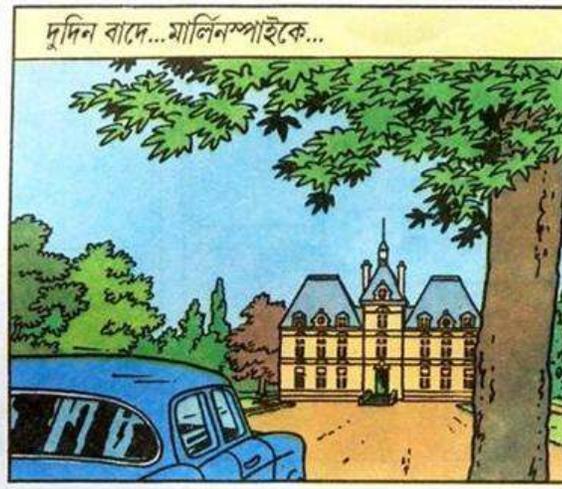
সীমান্তে এসে
গেছি !

TZHÔL



ওরে বাপ ! এখানেও বেড়া ! সর্বনাশ !







প্রিয় বন্ধু

আপনি এই ব্লগ থেকে এই বইটি ডাউনলোড করে আমাকে আরও নতুন নতুন বই আপলোড করতে আরও উৎসাহিত করেছেন তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে আপনার কৃতজ্ঞ । আপনাকে আরও নতুন নতুন বই দিতে আমিও প্রচণ্ডভাবে উৎসুক । কিন্তু তার জন্য চাই আমার অন্তত একটি স্ক্যানার । তাই এই ব্লগের যে অ্যাডভার্টাইজগুলো আছে আপনারা যদি সেগুলো একটু ব্রাউজ করেন তাহলে এই ব্লগটি চালাতে আমি আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধে পাই । ভারতবর্ষ থেকে যারা এই ব্লগ অনুসরণ করেন তারা মাসে একবার, উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের অনুসরণকারীরা মাসে দুবার ব্রাউজ করলেই যথেষ্ট । আর যারা অন্যান্য দেশ থেকে অনুসরণ করেন তাঁরা মাসে ৪ – ৫ বার করলে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কোনোরকম উপদেশ, অনুরোধ, অভিযোগ থাকলে আমাকে মেইল করুন -

karananupam@gmail.com আপনাদের সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য ।

ইতি,

administrator - anupamrocks

mone prane bangali